লরেন্স বেসরা

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি

লরেন্স বেসরা ১৯৭৫ সালের ৮ই মে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত নিজ গ্রামের হাজিপুর আদিবাসী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করেন যা স্থানীয় বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এবং কারিতাস দিনাজপুর আঞ্চলিক অফিস এর আওতায় "অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প" এর অধীনে পরিচালিত হতো। তিনি ১৯৮৬-৮৮ সাল পর্যন্ত বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এর বোর্ডিং-এ থেকে বলদিপুকুর হাইস্কুল এ পড়াশুনা করেন এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৯১ সালে দিনাজপুর-এর সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড-এর অধীনে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে দিনাজপুর সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারিতাস এর প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য আই সি ডি পি প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৩-২০০৫ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি • লরেন্স বেসরা

লরেন্স বেসরা

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি ২

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি

লরেন্স বেসরা

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি

ড. লরেন্স বেসরা

স্বঃ লেখক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : মাজেদুল হাসান

জয়তী
৬৮ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪
কুদরাত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০২৪৪৬১৭৯০০, ০১৬১৩২৭১৬৪৬

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি-২০২৫

প্রচ্ছদ: চারু পিন্টু

যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়কারী : মিজানুর রহমান ভূঁইয়া

কবি, সমাজসেবক, স্যানটিলি, ভার্জিনিয়া, ইউএসএ +১-২০২-২১৩-১৯৯০

মুদ্রণ
বগুড়া প্রিন্টার্স
১৯, বাবুপুড়া, কাঁটাবন, নিউ মার্কেট, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ।

মূল্য: ২৫০ টাকা

Premer Kobita Chupi Chupae Pori by Lawrence Besra February 2025,
Published by Mazedul Hasan,
Joyotee, 68 Concord Emporium, 253-254 Kudrat-E-Khuda Road,
Kantabon, Dhaka-1205.
joyoteenews@gamil.com, www.joyoteebd.com

Price: 250 Taka USA $ 20

ISBN : 978-984-8054-31-4

উৎসর্গ

আমার পরলোকগত পিতা স্বর্গীয় রেংটা রিবেনিউশ বেসরা ও মাতা স্বর্গীয়া কলম্বা জবা বাস্কে, যাঁদের ভালোবাসায় এই পৃথিবীর মুখ দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁরা হয়তো কখনোই আমার এই কবিতাগুলো পড়বেন না। কেননা, তাঁদের জীবদ্দশায় ও তাঁরা লিখতে ও পড়তে জানতেন না!

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

মহান সৃষ্টিকর্তার পরেই আমার পরলোকগত পিতা ও মাতা এবং আমার সর্বস্তরের শিক্ষকবৃন্দ যারা আমাকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান করেছেন তাঁদেরকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। সেই সাথে আমার পরিবারের সকল সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে স্মরণ করছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার বড় ভাই ডমিনিক বেসরা-কে যিনি আমাকে ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখার উৎসাহ জুগিয়েছেন। আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ইংরেজি বিভাগের সহপাঠীগণ, বিশেষ করে আমার বন্ধু বিধান চৌধুরী ও নীলমণি আইচ আমাকে প্রকাশনার জন্য সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই মুহূর্তে স্মরণ করছি অকালপ্রয়াত আমার সহপাঠী ও বন্ধু বিকাশ সিংহ সূত্রধর–কে যে আমার বেহিসেবি জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য সবসময় তাগাদা দিতো। আরও স্মরণ করছি আমার সহপাঠী ও বন্ধু কবি সাম্য সাথী ভৌমিকরকে যে আমার প্রেরণার নিরন্ত উৎস হিসাবে কাজ করেছে। আমি তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করছি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্ত্রী তৃপ্তি কারমেল সরেন আমার একমাত্র মেয়ে এথিনা কলম্বা বেসরাকে যে আমার সব কবিতাই চুপি চুপে পড়তো। তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই প্রকাশনার কাজ হয়তো কখনই সম্ভব হতো না। ধন্যবাদ জানাই জয়তি প্রকাশনীর কর্ণধার মাজেদুল হাসান পায়েলসহ সব কলাকুশলীকে যারা দিনরাত পরিশ্রম করে সুলভে এই প্রকাশনীর জন্য অবদান রেখেছেন।

অনেক যত্ন ও চেষ্টার পরেও হয়তো এই বইয়ের ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তাই পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

সুচি

হৃদয়ে বাংলাদেশ	৯
ধুসর ফাগুনে বিবর্ণ ভালবাস	১০
চতুর্দশী চাঁদ	১১
পূর্ণিমার তিথি	১২
সূর্যরাগে মেঘমালায় পদ্ম পাপড়ি	১৩
যে রূপ তোমার স্বরূপ হয়	১৪
কে বলে আমি নেই	১৫
রঙের খেলা	১৬
আজ ভালোবাসার দিন	১৭
প্রেমপ্রত্যাশী হে প্রিয়	১৮
কেন এই অবেলায়	১৯
তুমি যেন এক নীলাভ প্রতিমা	২০
আজ তোমার জন্মদিন	২১
স্বপ্নেরা শুধু খেলা করে	২২
একপশলা বৃষ্টি	২৪
মনের তিয়াসে বেরথ মনোরথে	২৫
শেকলবিহীন স্বপ্ন	২৬
তোমারই আগমনে	২৭
অব্যক্ত মনের কথা	২৮
কবিরা মরে না কখনো	২৯
মধুর হাসির মা	৩০
মা তুমি শৈশবের স্মৃতির জাদুঘর	৩১
উদাসী হাওয়ায় বিবাগী এই মন	৩২
আজও খুঁজে ফিরি তোমায়	৩৩
একটি জোছনা রাতের অপেক্ষায়	৩৪
ভালোবাসার রংধনু	৩৫
কে বলে আমি নেই	৩৬
অভাগা ক্রুশ বহনকারী	৩৮
যিশুর পথে আয় চলে আয়	৩৯
মুক্তিদাতা যিশু তুমি	৪১
তোমার পূজার যোগ্য আমি নই	৪২

হে প্রভু, তুমি শুনতে কি পাও ৪৩
রাজার বেশে যিশু গাধার পিঠে ৪৪
চেতনায় জাতিস্মরের কণ্ঠস্বর ৪৬
চোখের নেশায় প্রেমহীন নির্বাসন ৪৭
শিরদাঁড়ায় বেজে ওঠে সাইরেন ৪৮
শেকড়ের গান ৪৯
জলের তলে প্রেমের অতল ৫০
বর্ণচোরা ঢেউ ৫১
একাকী নাবিক ও অ্যালবাট্রস ৫২
মায়া কায়া ছায়া ৫৩
আগন্তুকের বাড়ি ফেরা ৫৪
অপরূপ দেখি ৫৫
ফাগুনের আগুনরাঙা ভালোবাসা ৫৬
এখনো শেষ হয়নি সময় ৫৭
উন্নয়ন বিনোদন ৫৮
বেদনার নীল রং ৬০
বর্ণিল অনুভূতিগুলো ৬১
বর্ষবরণ ৬২
সত্য দেবী এথিনা ৬৩
প্রিয় তোমার জন্মদিনে ৬৪
রবীন্দ্রনাথের ক্যামেলিয়া ৬৫
নজরুলের ঝুমকো ফুল ৬৬
বৈশাখী বাতায়ন ৬৭
কংক্রিটে গাছের আলপনা আঁকি ৬৮
যাযাবরের দৃষ্টিপাত ৬৯
এ কোন বিষ ব্রহ্মমূলে ৭১
আয়নার ফেরিওয়ালা ৭২
কবিতার নীরব প্রস্থান ৭৩
প্রাণের বন্ধু ও বান্ধব ৭৫
নস্টালজিয়া কেন এত ভাবায়? ৭৬
লাল-সবুজের দেশে স্বপ্নহীন জীবন ৭৭

হৃদয়ে বাংলাদেশ

যেখানেই থাকি হৃদয়ে বাংলাদেশ
যখন অবিরত হৃদয়ে রক্তক্ষরণ
কীভাবে তোমায় এই হৃদয়ে রাখি
বিজ্ঞানমনস্ক মুক্ত সজীব প্রাণ
রাতারাতি চৌদ্দ শিকের কাবাব
ঘরে বিজলি বাতির নেই অভাব
উন্নয়নের ডামাডোলে অজ্ঞান
আমি যা দেখি তা কি তুমি দেখো
শুনে বুঝতে কি চেয়েছ কখনো
বাতির নিচে কেন এই অন্ধকার
টিপ নিয়ে নিদারুণ টীকা-টিপ্পনী
বাগদা ফার্মে অসহায় বিপন্ন প্রাণী
মানুষ রূপে আজ না চিনি তোমায়
না চিনি খোদায় না চিনি আমায় ॥

ধুসর ফাগুনে বিবর্ণ ভালবাসা

মাঘের পূর্ণিমার চাঁদের উদার মায়াবী আলোয়
মিটমিটে তারার ভিড়ে লাস্যময়ী রুপালি জোছনায়
দেখেছি তোমায় শীতের জড়তায় বিবর্ণ মলিন
আটপৌরে শাড়ির জীর্ণ ঘোমটায় বিরহী ফাগুন
ঝাপসা চোখের দৃষ্টিতে বাহারি বাসন্তী রঙের মেলা
সরষে ফুলের মতো হলুদ-গাঁদায় প্রাণহীন ভোমরের খেলা
ধুলার ক্ষোভের আস্তরণে মুমূর্ষু বর্ণিল পাতাবাহার
বৈরী প্রতিবেশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতুন কুঁড়ির সমাহার
হৃদয়ের জমিনে ফোটে না আর পলাশ-শিমুলের ফুল
বিলেতি সব গাছেরা আজ দখল নিয়েছে নদীর দু'কূল
কোকিলের কণ্ঠে শুনি না প্রেমের কত বিস্তর ফারাক
শিকারির বিষাক্ত ছোবলে পাখিরা সব ছেড়েছে বন
হৃদয়ের গহিন আঙিনায় বাজে না আর নতুন কোনো সুর
ফাগুনের ভালোবাসার উত্তাপ সব কেড়ে নিয়েছে অসুর
ওরা বলে সব পাটশালা বন্ধ আজ বোনফোঁটার দিন
আমার হৃদয়-মন-শরীর বলে কিছু নেই সব পরাধীন
নীলকণ্ঠী পাখির কণ্ঠে মেশানো ছিল নীল বিষের দহন
ভ্রান্তজনেরা আমার শরীরে ঢেলে দিয়েছে বিষ আমরণ
জেগে থেকেও লুকোচুরি স্বপ্নের আর নেই কোনো আশা
ধূসর ফাগুনে আজ আমার বিবর্ণ এই ভালোবাসা।

চতুর্দশী চাঁদ

একটু উষ্ণতার আশায় আনমনা শীতের নিরুত্তাপ সূর্য
কুয়াশা ও মেঘের লুকোচুরিতে সুনসান নীরবতার ঔদার্য
উত্তরী হাওয়ায় জড়সড় ছোট্ট মফস্বল শহর দিনাজপুর
শীতের চাদরে মোড়ানো ঘর্মাক্ত হৃদয়ের অপেক্ষার প্রহর
কোলজুড়ে আসে প্রতীক্ষিত এক ফুটফুটে নতুন চাঁদ
পৃথিবীর এক অদ্ভুত শিহরণ পিতৃত্বের এই সাধ আহ্লাদ
আত্মার আত্মীয় আমার প্রাণ ও অস্তিত্বের নিরন্তর নির্যাস
আবেগহীন মানুষের উচ্ছ্বাসে ছেদ সেবিকাদের দীর্ঘশ্বাস
অপলক দৃষ্টিতে প্রশান্তির অনুরণন বিভ্রমে দেখেছে যেমন
প্রসববেদনায় কাতর চিরাচরিত পিতৃকুলের মলিন বদন
চোখের পলকেই দ্রুত বদলে গেছে সময়, দেশ ও মানচিত্র
নির্বাসিত এই জীবনে ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে নাড়ির টান
মনের অজান্তেই চোখের কোণে সাত সাগরের নোনা জল
মধুর পুরোনো স্মৃতিগুলোতে আজ প্রাণের মলিন আস্তরণ
শুক্লপক্ষের তিথি চতুর্দশী চাঁদ হোক আজীবন বর্ণিল ॥

পূর্ণিমার তিথি

সবাই ভরা জ্যোৎস্নার রুপালি চাঁদের আলোয় হয় পুলকিত
বিবাগী এই মন কোনো এক অজানা আশঙ্কায় হকচকিত
মায়াবী চাঁদের নিচে অজস্র জোনাকির মিটিমিটি আলো
ভুবন-ভরানো প্রাণের হাসি, স্মৃতি আর আনন্দ অশ্রুর মেলা
স্বপ্নের জীবন কতই না মধুর ছবির মতো অমলিন সুন্দর
সাদা তুষারে ঢেকে আছে শুদ্ধ মানবতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর
আনমনা ভাবনায় মেঘে মেঘে বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়
এক ফালি চাঁদ শুক্লপক্ষের পূর্ণ তিথিতে শুভ্র দ্যুতি ছড়ায়
জীবন নামক নাটকের মহড়ায় অকারণে মশগুল ও বেহুঁশ
অন্ধ দেখে না পূর্ণ চাঁদের আলো প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য
ঘাত-প্রতিঘাত-প্রতিকূলতায় থামে না মানুষের অমূল্য জীবন
চাঁদের আলোর জীবন্ত প্রাণচাঞ্চল্য পবিত্রতার অলংকরণ
সত্য ন্যায় সুন্দর কর্মনিষ্ঠতা আজীবন শুভ্রতার স্বর্গীয় বসন
আমার জীবনের প্রাণভোমরা অস্তিত্ব ও প্রাণের নির্যাস
অনাবিল নির্মল চিরসুন্দর হোক তোমার অনাগত জীবন ॥

সূর্যরাগে মেঘমালায় পদ্ম পাপড়ি

আলো-আঁধারির মাঝে তুমি এক নয়ন জ্যোতি
হরিষ-অবসাদের বীণা ও বাণী অর্চনার দ্যুতি
মনের অনুরণনের আকাশে একটি চন্দ্রবিন্দু
রুপালি জ্যোৎস্নায় আজ আলোকিত মহাসিন্ধু
চোখের পলকেই মনের আঙিনায় সহসাই দেখি
জীবন সাজাতে জীবনের বার্তা নিয়ে হলুদিয়া পাখি
প্রাণের উৎসবে মেতেছে প্রজাপতির বর্ণিল ডানা
শিমুলের ডালে কোকিল ও ভ্রমরের উন্মাদনা
এই সব দিনরাত্রির নিদারুণ যান্ত্রিক যন্ত্রণায়
মনের আবেশে হকচকিত হয়ে কল্পনায় দেখি
উতলা হাওয়ার পালে বৈরী বাওকুমটা বাতাসে
আদিগন্তে ভেসে যায় নীলাম্বরী শাড়ির আঁচল
মায়াবী ভোরের জড়তায় পুতুল খেলার ছলে
সূর্যরাগের মেঘমালায় দেখি পদ্মরাগের আভা
ত্রৈলোকের পালকে আজ ষোলোটি পাপড়িযুক্ত পদ্ম
চাইলেও কি কখনো থামানো যায় জীবনের পদ্য!!!

যে রূপ তোমার স্বরূপ হয়

নিকষ কালো রাতে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াই তোমায়
দিনের পর দিন নির্ঘুম রাতে শিশুর বোবা কান্নায়
অসহায় পিতার জবানবন্দি মিথ্যে প্রতিকৃতির সমীপে
চোখের নিমেষে নিত্য যে রূপ তোমার স্বরূপ হয়
এরপরে কী মধুর নামে তোমার নাম আমি জপি
এরপরে কীভাবে তোমায় আমি মা বলে ডাকি
তিক্ত সত্যের আয়না বিক্রি নিষিদ্ধ এই জনপদে
জ্ঞানপাপী সক্রেটিসের জন্মের বহু আগে থেকেই
গুজবের জুজু বুড়ির ভয়ে আমার চেতনার বিনাশ
অজান্তে নিজেকেই অবমাননার উন্মাদনায় বিভোর
অদম্য আদিম আমি বেহুঁশে ভাবি নাকো কোনো দিন
হৃদয় মন নেই বলে কাউকে দিইনি কোনো প্রতিদান
ছেলেভোলানো হাজার প্রদীপের মিছে আলো জ্বেলে
সলতের নিচে কভু ঘোচে কি মনের অন্ধকার
কী এক আশায় বুক বাঁধি এখনো এই সবুজ ছায়ায়
সযতনে আঁকড়ে রাখি পূর্বপুরুষের দগ্ধ বিস্মৃতি
বৈচিত্র্যহীন নিরামিষ ফুলের বাগান আগাছার গোলা
মাঝখানে দেয়াল, উঁচু পাঁচিল, কাঁটাতারের বেড়া
চোখের নোনা জলে এঁকে যাই শান্তির ছবি
বিবর্ণ তুলির আঁচড়ে সম্প্রীতির ক্যানভাসে ॥

কে বলে আমি নেই

কে বলে আমি নেই এত কাছে থেকেও
চোখ মেললেই দৃশ্যপটে সজীব হয়ে রই
খুঁজতে যেয়ো না আমায় চিলেকোঠার কোণে
একলা নীরব নির্জন বাঁকা মেঠো পথে
হৃদয়ের গহিন মনে স্মৃতির বনে ছবি হয়ে রই
আমি যা দেখি তা কি তুমি কভু দেখো
হৃদয়ের স্পন্দন মনে বেদনার নীল দহন
কোনো দিন বুঝতে কি শিখেছ নাকো
আমি তো দেখি দিব্যি তোমার পদচিহ্ন
উষার আলোয় নিচল আপন পথে
দিশার সুরে প্রাণের টানে মায়াবী গানে
অজানা ফানুসের ভিনদেশি এক মনোরথে
বিবর্ণ শীতের তপ্ত নিঃশ্বাসের মাঝে
লুকিয়ে অপরিচিত উষ্ণতার চাদরে
জীবনখাতার অমলিন সোনালি আখরে ॥

রঙের খেলা

রঙের খেলায় সং সেজেছি
রঙের মজুদ তো আর নাই
আজ ভালোবাসার রংমহলে
আমার মনের মানুষ নাই

আমার রাঙা রঙের ওপর
দিয়েছ তুমি অন্য এক রং
সং সেজে ঘুরেছি কত দিতে তোমায়
আমার মনের সবটুকু রং
আজ রঙিন ঘুড়ি উড়ছে আকাশে
লাটাই তো আর আমার হাতে নেই।

এত দিনের কল্পনার এই রঙিন বাসর
বিষম ফুলের গন্ধে মাতাল হৃদয়
খুঁজে ভালোবাসার কোমল পরশ
যেন সাগরবক্ষে উদারতার আদর
আজ ভাবনাবিলাসী দু'চোখের কোণে
তোমার রঙিন স্মৃতির উপহার ॥

আজ ভালোবাসার দিন

আজ ভালোবাসার দিন
ভালো লাগার মানুষের দিন
ভালোবাসা কভু যায় না মরে
শুধুই বদলে যায় ভালোবাসার মানুষ
যুগে যুগে তাই এখনো দেখি কত শত
নিরেট ভালোবাসার জয়জয়কার
আজ হৃদয়ের জানালা খুলে দেখো
কৃষ্ণচূড়ায় ফাগুনের আগুন
শিমুলের গাছে ভালোবাসার দাবানল
তোমার স্পর্শে মহুয়ার মাদকতা
মিশে আছ তুমি আমার অস্তিত্বে
অন্তরে রবে তুমি জন্মান্তরেও
রবে চিরদিন এই ভালো লাগার হৃদয়ে
যেন শত সহস্র বছরের সজীব স্মৃতি ॥

প্রেমপ্রত্যাশী হে প্রিয়

কণ্টকাকীর্ণ পথের ক্লান্ত পথিক আমি
সযতনে হেঁটে চলি আদিগন্তের পানে
হয়তো জীবনে একমুঠো সুখ পাবার আশায়
জীবনের ক্লান্তি জুড়াবে তোমার ভালোবাসায়
আমার হৃদয় মন আলোকিত হবে
তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসায়
অনুরাগের ছোঁয়ায় প্রতিদিন
সহসাই প্রশ্ন জাগে এই মনে
পেয়েছ কি কখনো ভালো লাগার বন্ধন
দিতে পেরেছ কি কখনো অনুরাগের স্পন্দন
নিয়ত প্রত্যাশী আমার প্রিয়ার জীবনে ॥

কেন এই অবেলায়

নিস্তব্ধতার কুয়াশার আড়াল থেকে ইশারায়
হাতছানি দিয়ে ডাকো আমায় মৌনতায়
সবাক চাহনি আর ব্যস্ত অঙ্গভঙ্গিমায়
মনের অজান্তেই কাছে এলে এই অবেলায়
তুমি কি সত্যিই দেবী নাকি সত্যের পূজারি
কলুষিত জগতের মাঝেও অনন্য এক অপ্সরী
বিরূপ এই পরিবেশে কিছু মানুষের বিদগ্ধ বিবেক
কীভাবে বানায় কোটি জনতার পিঠের চাবুক?
শ্যামলিমা ধরিত্রী তুমি কীভাবে ধারণ করো
বিচিত্র বেশ-ভূষা জনাকীর্ণ এই শহরের মানুষ
প্রকৃতির অভিলাষের তুমি এক অপরূপ সৃষ্টি
তোমার সৌষ্ঠব অবয়বে আছে জাদুকরি দৃষ্টি ॥

তুমি যেন এক নীলাভ প্রতিমা

কাছে কিংবা দূরে যেখানেই থাকো তুমি
হৃদয়-মাঝে আঁকা তোমার নীলাভ প্রতিমা
অন্তরের বাইরে কি কভু রাখব তোমায়?
দূরের শুকতারাকে মনে হয় যেন হাতের কাছেই
হাত বাড়ালেই কিন্তু পাওয়া যায় না তাকে
নিযুত কোটি মাইল দূরের দিশারি দ্বীপমালা
আলোকিত করে ম্রিয়মাণ জগৎ এমনকি
পার্থিব আলোকসজ্জার চোখধাঁধানো
মনোহরি বর্ণিল আলোকচ্ছটার প্রতিবিন্দু
স্পর্শ করে তোমার সাদৃশ্য উপস্থিতি
জাগিয়ে দেয় অবলীলায় প্রাণের মাতম
যেন সিন্ধুবক্ষে তটিনীর যাচিত সংগম
পৌঁছাবে কি ওই সুদূরে আমার অস্ফুট বাসনা
রাতের গভীরতায় মিশে যাওয়া জল্পনা-কল্পনা
আমার খেয়ালিপনায় আমিই উদাসীন
ক্ষমার পাহাড়ে লাগামহীন দুরন্তপনার
অবসান কি কখনো হবে না তোমার?

আজ তোমার জন্মদিন

ভোরের মৃদুল শীতল বাতাসের শিহরিত কণ্ঠ
অস্ফুট স্বরে কানে কানে বলে যেত
আজ তোমার শুভ জন্মদিন
এই দিনে ধরিত্রীর বুকে তোমার সূর্যোদয়
সেই থেকে হেঁটে চলেছ তুমি পৃথিবীর বুকে
সুখ-দুঃখ আর হাজারো অভিলাষের স্বপ্ন নিয়ে
আজ তোমার যুগল জীবনে
স্রোতস্বিনী নদীর মতো চাও জীবনকে সাজাতে
প্রিয়দর্শিনীকে স্বপ্নের ঘরের মতো জাগিয়ে রাখতে
ভালোবাসায় আর মমতায়
সবাক চাহনি আর স্পন্দনের আলিঙ্গনে
তপ্ত নিঃশ্বাসের নির্বাক সুরের মূর্ছনায়
দুটি প্রাণের প্রকৃতির অকৃত্রিম মিলনে
শুরু হয় আরেক নতুন জীবনের জন্মদিন ॥

স্বপ্নেরা শুধু খেলা করে

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠি
কোমল স্পর্শে তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে যায়
খুঁজে পাই নিজেকে যুগল শয্যায়
নিজেকে প্রশ্ন করি তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলেম?
স্বপ্নে আজও ফিরে যাই সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে
সাউথ রোডের পাবে অপেক্ষা করে আছে মজেস
মিসকল দিয়ে উপস্থিতি জানায় কেনিয়ার স্তিভেন
ক্লাস শেষে বই-খাতা রেখে ৭২০ নম্বর বাসে আমি
আজকে আসব না বলে জানিয়ে দেয় মেলানেসিয়া
জ্যাকের তখনো খোঁজ নেই স্টার্ট ক্যাম্পাসে
রাস্তায় পড়েছে জ্যাম আজ শুক্রবার সন্ধ্যায়
আলো-আঁধারিতে বসে গল্পের ছলে তৃষ্ণা মেটাই
সহসাই টেমস হাজির হতো একদল পিজিন নিয়ে
মিউজিক আর এইট বলের নেশায় কেটে যায়
উইক এন্ডের প্রথম সন্ধ্যা স্বদেশি অনেক মিসকলে
ওইদিকে হন্যে হয়ে খুঁজছে অপু ডালিয়া আপা
কালকের পরের দিন বাংলা স্কুলে বিজয়ের প্রোগ্রাম
বেড়াতে যাব ভিক্টর হারবার প্রাকৃতিক বিচ
দুপুরের পর গ্লেনেল্গ বিচে অবাক তারুণ্যের ঢেউ
তীব্র গরমের সন্ধ্যায় সুউচ্চ উইন্ডি পয়েন্ট
রাতে দ্যুতি ভাবির বাসায় ব্রিংএ ডিশ দাওয়াত

খাজু আর ফার্নান্দের সাথে হাইন্ডলি স্ট্রিটে
ক্যাসিনোর ঝাড়বাতি আর ঝলকানির মিউজিক
রানডল স্ট্রিটের চার্চে সময় পেরিয়ে রোববার রাত
কালকে বিকালে অ্যাসাইনমেন্ট পরের দিন প্রেজেন্টেশন
প্রবাসী জীবনের স্পন্দন ভাবনাহীন অসি বিনোদন
স্বপ্নেও এত সহজেই কি ভোলা যায়?

একপশলা বৃষ্টি

ক'দিন ধরেই মেঘের হাঁকডাক বিজলির উচ্ছ্বাস
গুমোট বৈরী হাওয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন
চৈত্রের কাঠফাটা রোদে উত্তপ্ত পিচঢালা পথ
নগরজীবনের যানজটে অসহায় মানুষ
সবার কণ্ঠে চাপা আর্তনাদ একমুঠো ঝিরিঝিরি বাতাস
অনেক অপেক্ষার পর চৈতালি এই সন্ধ্যায়
একপশলা বৃষ্টির অঝোর ধারায়
সৌদামিনী মাটির গন্ধে পুলকিত হৃদয়
দেবদারু জামপাতার জোড়া পাতায় সিক্ত বারি
প্রাণের স্পন্দনে জেগে ওঠে সন্তানসম্ভবা এক নারী
ফাগুনের দাবানলের তৃষ্ণা মেটায় প্রতিটি বারি বিন্দু
চোখের পলকেই গড়বে অতল এক মহাকালের সিন্ধু
কৃত্রিম বিজলিহীন সন্ধ্যায় প্রকৃতির আলোর ঝলকানি
এ যেন নতুন সবুজের লাস্যময়ী হাতছানি
বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায় নব জীবনের গানে
বাসর সাজাবে ভ্রমর ওই ফুলের বাগানে
কৃষকের মুখে ফুটেছে আজ হাসির জোয়ার
পূর্ণ হবে চৌচির খাল বিল মাঠ তেপান্তর
সবুজের মেলায় আকাশের নীলিমায়
মানুষ ও প্রকৃতির অবিরাম মিতালি
যৌবনের প্রথম মিলনের ভালোবাসায় তুমি
চৈতালি সন্ধ্যার একপশলা বৃষ্টি ॥

মনের তিয়াসে ব্যর্থ মনোরথে

আমি বারে বারে পথের খোঁজে
গিয়েছি অন্য এক পথে
যেথায় গিয়েছি মনের তিয়াসে
ফিরেছে ব্যর্থ মনোরথে
জীবনের এই খেলাঘরে নেই কোনো সংকল্প
বৃথাই আমার এই ক্ষণিকের বাসর
একদিন হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন
উড়ে যাবে কোনো এক বৈশাখী হাওয়ায়
রইবে না কোনো পদচিহ্ন
আমিও পথের ক্লান্তি ভুলে
জীবনের বিতৃষ্ণার গরল জলে
অকুল পাথার হৃদয়ে ধারণ করি
মুছে যাওয়া অবয়বের স্মৃতি
তেষ্টার সাধ মিটবে না কভু এই জীবনে
পড়ে রবে ব্যর্থতার এক মহাকাব্য
অজানা এক পড়শি বলবে শুনে
আমি অথই পাথারে ভেলার শিষ্য
জানবে না কখনো কেউ এই বিরহের রহস্য ॥

শেকলবিহীন স্বপ্ন

সাধ্যের কি আর বালাই আছে
স্বপ্নের কি কোনো শেকল আছে
মানুষের সঙ্গী মানবতা আছে
অশ্রু নদীর সরল ঝরনাধারায়
বেদনার পাহাড় গলে এক হয়
সৌম্য মূর্তিসমেত মানব হৃদয়
আমি কি তবে নিশাচর পথের ফেরারি
আধো আলো ছায়ার তীর্থযাত্রী
খুঁজি জীবনের রহস্যাবৃত শক্তি
পথ ভুলে অন্য পথে কি কখনো
পাওয়া যায় আরাধ্য অমিয় শান্তি
ভোররাতের স্বপ্নেরা জানিয়ে দেয়
সংসার সুখ কি শুধুই মরীচিকা
প্রকৃতির পালাবদলের লীলাখেলায়
জীবনের ধারক ও বাহকের আত্মদানে
নতুন এক জীবনের সূর্যোদয়
নবাগত প্রিয় বন্ধুর অপেক্ষায়
কেটে যায় দিনরাত দ্বিপ্রহর
স্বপ্নের জাল বুনি নিয়ত মনে
কবে আসবে সূর্যরাগের সেই শুভক্ষণ?

তোমারই আগমনে

হৃদয়ের অতল থেকে প্রতিটি নিঃশ্বাসে
তোমার আগমনের প্রতিধ্বনি শুনি
নির্ঘুম রাতে অলস দুপুরে সব স্বপ্নেরা
তোমাকে নিয়ে জলরঙের ছবি আঁকে
দুটি প্রাণের অঙ্কুরে ভালোবাসার বন্ধন
আমরণ হৃদ্যতার তুমি অমর আলিঙ্গন
বৈরী এই কলুষিত জগতের পঙ্কিলতার মাঝে
রাখব তোমায় উদার হৃদয়ের মণিকোঠায়
প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে বড় হওয়ার স্বপ্নে বিভোর
আমার অন্তরজুড়ে ভালোবাসার যক্ষের ধন
কী নামে ডাকব তোমায় বোলো শাশ্বত গরিমায়
তোমার নিষ্পাপ অবয়বে আঁকা মানবতার প্রতিচ্ছবি
নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সঞ্চারিণী রাজটিকা
ভোরের আলোয় মুখরিত নব জীবনের গান
তোমাকে স্পর্শ করতে ব্যাকুল এই মনপ্রাণ ৷৷

অব্যক্ত মনের কথা

কিছু কথা আর কিছু মনের আশা
লুকিয়ে থাকা না বলা মনের ভাষায়
ভালোবাসার গভীর হৃদ্যতায়
কিছু বুঝে নিতে হয়
অনুরাগের আলতো পরশ ছুঁয়ে
এসো তুমি শূন্য এই হৃদয় মাঝে
ঘুমের ঘোরে তুমি স্বপ্ন হয়ে
এসো ভোরের আলোয় ঘুম ভাঙাতে
ব্যাকুল এই মন ধূসর চোখে
খোঁজে তোমার কোমল পরশ
ভালোবাসার রংতুলিতে আঁকি
বিরহ এই প্রাণের বিবর্ণ হৃদয়
তোমার আশায় উদাস পথে
দৃষ্টিতে কেবল তোমারই ছবি
ব্যথার পাহাড় যেন তুষার গলে
সিক্ত করো এই মন প্রেমের আলিঙ্গনে ॥

কবিরা মরে না কখনো

কবি সে তো কথার পসরা সাজায়
শব্দমালার মধ্যে বর্ণিল অনুভূতির
প্রকাশ করে শব্দের জাদু খেলায়
মায়াবী স্বপ্ন কল্পনার অলীক ঘর বাঁধে
কেউ বলে কবিতা মিথ্যে কথামালার বেসাতি
মানুষের মনে জাগায় ক্ষণিক আশা
শব্দের মারপ্যাঁচে শুরু হয় ভালোবাসা
নিত্যদিনের অভাব-অনটনের কাহিনি
ছাপার অক্ষরে ভেসে রয় অমলিন
শব্দের ছন্দমালায় বাক্যের চাতুর্যতা
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রয় সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা
বিচার করা কঠিন কোনটা অর্থহীন অপাঙ্‌ক্তেয়
বাস্তবতানির্ভর করুণ কাহিনির প্রতিচ্ছবি
আত্মস্বীকৃত অনুভূতির নিগূঢ় নির্যাস
যেন খ্যাতির বিড়ম্বনার স্বল্পদৈর্ঘ্য ইতিহাস
কবি সে তো প্রকাশনী সংস্থার নামসর্বস্ব বিনিয়োগ
নাম ভাঙিয়ে অনায়াসে ব্যবসার মূলধন
প্রকৃত মূল্য সে তো সীমাহীন আকাশছোঁয়া
অবশেষে অর্থ বিনা তিক্ত মৃত্যুর স্বাদ
প্রাণহীন দেহকে ঘিরে একান্তই স্বজনছাড়া
সকলের গগনবিদারী নাটকীয় আর্তনাদ
ওপারে চলে গেলেই শেষ হয় কবির লেখনী শক্তি
যুগে যুগে অমর হয়ে রয় কবির কথামালার পঙ্‌ক্তি ॥

মধুর হাসির মা

ওগো মা আমার প্রিয় মা
আমার জীবনদায়িনী মা
ক্লান্তিজুড়ানো হাসিখুশি মা
আমার ও মধুর হাসির মা
জন্মের নাড়ি ওগো তোমার রক্তে গাঁথা
দশ মাসের অভয়াশ্রম প্রেরণাদায়িনী মা
তুমি আমার গরমের পাখা
তুমি আমার শীতের কাঁথা
বিপদ-আপদে রক্ষাকারিণী মা
তোমার শাড়ির শীতল ছায়ায়
রেখো ওগো মা তুমি সারাটি জনম ধরে
ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতায়
মাগো পুজো যেন করি তোমায় হৃদয় উজাড় করে
প্রীতির বাঁধনে রেখো যেন আমায় যতন করে
হৃদয়ের উষ্ণতায় আর কোলভরা আদরের বাসরে ॥

মা তুমি শৈশবের স্মৃতির জাদুঘর

দিনের পর দিন অনেক দিন পরেও
নতুনকে পাওয়ার পরে হারানোর শঙ্কায়
উদ্বিগ্ন চঞ্চল গভীরতার স্মৃতির অতল
বেশি করে যেন জাগিয়ে দেয় স্মৃতির জাদুঘর
কোলে-পিঠে শৈশবের মাদকতায় আজও
কেন ব্যাকুল হৃদয় পথপানে চেয়ে রয়
সেই উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে উঠান মাতানো কৈশোর
বৃষ্টিভেজা কাদা মাখানো শরীর
মাটির গন্ধে শণের চালায় আগুনের উত্তাপ
শীতের শিশিরভেজানো খালি পা
কুয়াশাচ্ছন্ন দুপুরে বিবস্ত্র এই দেহে
ধূলির আস্তরণ জড়িয়ে থাকে মমতায়
সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে নিরন্তর ছোটাছুটি
রাতের রূপকথার মন্ত্রমুগ্ধ গল্পের মাঝে
সকলের অজস্র কৌতূহলী জিজ্ঞাসায়
নিস্তব্ধ রাতের গভীরতায় তোমার কোলে
তোমার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মাঝে সুখনিদ্রায়
বেড়ে ওঠা জীবনের প্রতিটি ভাঁজে
তোমার অস্তিত্বের স্মৃতির রোমন্থনে
মুগ্ধতার সকল স্মৃতির মাঝে
লুকিয়ে আছে তোমার নীরব উপস্থিতি ॥

উদাসী হাওয়ায় বিবাগী এই মন

উদাসী হাওয়ায় এ ভাবুক মন আমার
উজানেই বায় বিবাগী এই অন্তর
ধূম্রজালের ঘূর্ণিপাকে অশান্ত এ হৃদয়
দখিনা হাওয়ার বিষণ্নতায় বিবর্ণ দিনলিপি
মুক্তির উল্লাসে আমি শিকল পরিহিত
কেন এই দুরভিসন্ধির প্রশ্রয়
এই জীবন সত্যিই নাকি ভোররাতের দুঃস্বপ্ন
মায়াবী জ্যোৎস্নার মৃদু আলোয়
জোনাকির ঝিকিমিকি খেলায়
আমি ধূসর প্রান্তরের একাকী পথিক
গন্তব্য জানা নেই পথই যেন ঠিকানা
বর্ণালি আবেগী ভালোবাসায় যতই কাছে যাই
একটার পর আরেকটা খোলসের গোলকধাঁধায়
হাজারো প্রশ্নবাণে বিদীর্ণ এই অন্তর
অনেক সাধের স্বপ্নগুলো চোরাবালিতে
নিমেষেই মিশে যায় রংধনুর মতো
আমি একা পড়ে আছি ভাবনার তীরে
নৌকার মাঝি নেই ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা ॥

আজও খুঁজে ফিরি তোমায়

সকালের রাঙা আলোর আভায়
তোমায় যেদিন আমি প্রথম দেখি
বৈশাখী বেশে তুমি কাছে এসে
জানিয়ে দিলে আমার মনের আঙিনায়
বিদায়ী ঋতুরাজের গ্রীষ্মের রানি
আজও বটতলা বকুলতলার ভিড়ে
খুঁজে ফিরি আমার প্রিয় সেই মুখ
ছায়াহীন প্রখর রৌদ্রতাপে
জবজবে ভেজা ঘামের গন্ধে
তোমার খোঁপায় চাঁপা ফুলের সৌরভ
লাল সাদা রঙের আলপনায়
গাছে গাছে মঞ্জুরিত নব কিশলয়ে
গরমের তেষ্টায় শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে
লোকারণ্যের ব্যস্ত পদচারণায়
আজও প্রহর গুনি তোমার আশায়
গানের কাফেলায় উদাসী বাউলের টানে
একতারার সুরে মন্দিরার কীর্তনে
এখনো খুঁজে ফিরি তোমায়
শুধু পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছে নয়
তোমার আজীবন সান্নিধ্যের বাসনায়
বৈশাখী হাওয়ায় উড়ো চুলে
চেয়ে থাকি তুমি আসবে বলে
বৈশাখ আবারও আসবে জানি
সাথে কি আসবে তুমি?

একটি জোছনা রাতের অপেক্ষায়

কুসুমাকৃতি চাঁদের আদুরে জোছনাস্নাত
রাতের এক নিঃশব্দ প্রহরে দেখি
নিরুত্তাপ আবহে শান্ত তরুলতার সারি
গর্ভবতী ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ
রুপালি আলোর জোয়ারের মাদকতায়
সপ্তরঙে আঁকা দূরের সপ্তর্ষি মণ্ডল
বিচ্ছেদহীন নক্ষত্ররাজির মিতালি
মুগ্ধ মায়াবী আলোর বন্যায়
নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানো শব্দে
লোমহর্ষক পুরাণিক কথা ভেবে
পাশ ফিরিয়ে দেখি তোমায়
রাতজাগা মানুষের অজানা কৌতূহলে
ছোটগল্পের পাদটীকায় আর সিনেমার শেষ দৃশ্যে
যেন এক জোছনাস্নাত রাতের স্বপ্ন
ঘুমহীন মানুষের ব্যস্ত প্রহর কাটে
আরেকটি জোছনা রাতের অপেক্ষায়!

ভালোবাসার রংধনু

তুমি আকুল হয়ে কণ্ঠ মেলাও
আমার এই গানে
গানের স্বরলিপি লেখা
তোমার ওই হৃদয়-মনে

পথভোলা এই নদীর বাঁকে
মিলেছি এই সাঁঝবেলাতে
গোধূলি রঙের আভায় আঁকো
ভালোবাসার রংতুলিতে
আমার হৃদয় মন্দিরে

জোনাক জ্বলার আগে তুমি
বাড়ালে তোমার দু'হাত
মায়ার বাঁধনে জড়ালে আমায়
এই আলো-আঁধারিতে
তারারা সব মুগ্ধ হয়ে দেখে
যেন ভালোবাসার নেইকো শেষ

আজ ভালোবাসার রংধনুতে
স্বপ্নিল আমার এই হৃদয়
যুগে যুগে গড়ব মোরা
প্রেমের এক বিশাল সিন্ধু।

কে বলে আমি নেই

এত কাছে থেকেও
কে বলে আমি নেই
চোখ মেললেই দৃশ্যপটে
আমি সজীব হয়ে রই

খুঁজতে যেয়ো না আমায়
চিলেকোঠার কোণে
একলা নীরব নির্জন
বাঁকা মেঠো পথে
হৃদয়ের গহিন মনে
স্মৃতির অথই বনে
কেবল ছবি হয়ে রই।

আমি যা দেখি তা কি
তুমি কভু দেখো
ভাঙা হৃদয়ের স্পন্দন
বেদনার নীল দহন
কোনো দিন বুঝতে কি
শিখেছ কি নাকো
তাই অবুঝ হয়ে রই।

আমি তো দেখি দিব্যি
তোমার লাজুক পদচিহ্ন
উষার আলোয় রাঙা
সেই নিচল আপন পথে
দিশার সুরে প্রাণের টানে
মায়াবী তোমার এই গানে
আমি মুগ্ধ হয়ে রই ॥

অভাগা ক্রুশ বহনকারী

ক্রুশ বহন করে যারা অভাগা প্রতিদিন
নীরবে নিভৃতে ছদ্মবেশী মানুষের পাপের
ওই অরফানেজ হোমের প্রতিপালকেরা
এসিডদগ্ধ অবলা নারীদের পরিচর্যায় যারা
মুনাফালোভীদের মাদকদ্রব্যে সর্বস্বান্ত পরিবার
মরণব্যাধি রোগে আক্রান্ত বোধশূন্য কামের শিকার
গর্ভপাত, ভ্রুণ হত্যায় পৈশাচিক যারা
স্বামী পরিত্যক্তা প্রতিবন্ধী ওই বিধবার পরিবার
অন্ধকারে জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুগুলো
উচ্ছেদ আতঙ্কে ব্যস্ত নিরীহ মানুষগুলো
কষ্টেসৃষ্টে বহন করে চলেছে দানবীয় ক্রুশ
ক্রুশের ভারে ক্রমশ নত এই পৃথিবী
পাবে কি যিশুর মতো কোনো ক্রুশবাহক?

যিশুর পথে আয় চলে আয়

অন্তর আমার বলে কি কভু
যিশুর পথে আয় চলে আয়
স্বর্গের ঈশ্বর মর্তে এসে
সবাই শোনো কী কথা কয়

মানুষে ভরা এই ধরাতে আমি
মানুষেরই না চিনিলাম
মানুষ বেশে আসেন যিশু
মোদের পাপের এই গোশালায়।

দ্বন্দ্বভরা এই জগতে আজ
শুধুই পাপের কারসাজি
স্বার্থ ছাড়া বুঝি না কিছু
মানবতা কী যে ভাই।

শীতের মাঝে এলেন যিশু
পাপের বোঝা নিতে ভাই
সংসার মাঝে ব্যস্ত আমি
আত্মশুদ্ধির সময় যে নাই।

এসো আমরা সবাই মিলে
করি যিশুর গুণগান
স্বর্গপুরে আর মর্তপুরে
সবাই করে জয়গান ॥

মুক্তিদাতা যিশু তুমি

মুক্তিদাতা যিশু তুমি
এলে এই ধরায় নামি
পাপ তাপ দাহ করে
যেন আমি তোমায় নমি

রাতের আঁধারে তারা হয়ে তুমি
দেখাও জীবনের অমৃত পথ
প্রেমহীন এই জগতের মাঝে তুমি
জাগাও আশার আলো।

মঙ্গল তুমি অমঙ্গল ঘোচাতে
নিয়ে এলে শান্তির বাণী
হিংসা বিবাদ নাশ প্রভু তুমি
ক্ষমিয়ো সেবার তরে।

তোমার পথে চলতে গিয়ে আমি
হারিয়ে ফেলি পথের দিশা
জগতের মাঝে আলো হয়ে তুমি
জ্বালো সবার অন্তরে ॥

তোমার পূজার যোগ্য আমি নই

তোমার পূজার যোগ্য
আমি তো নই প্রভু
পিপাসিত মনের বহু বাসনায়
ও প্রভু হারিয়ে গিয়েছি কবে

বস্তুর ভালোবাসায় প্রেমহীন জীবন
আত্মার খাদ্য নয় সম্পদ
জগতের মোহে শুনি নাই কভু
আমার এই বিবেকের ক্রন্দন
ও প্রভু হারিয়ে গিয়েছি কবে।

তোমার দানের অভয় দৃষ্টি
আমার এই দু'নয়নে
মরণের পরে স্বর্গের কথা
ভাবিনি তো আমি কখনো
ও প্রভু হারিয়ে গিয়েছি কবে।

হে প্রভু, তুমি শুনতে কি পাও

হে প্রভু, তুমি শুনতে কি পাও
সবুজে শ্যামল তোমার এই ধরণি
অসহায় মানুষ কাঁদে দিন রজনী
তোমার আশিস পাঠাও

এই পৃথিবী তোমার অপরূপ সৃষ্টি
চেয়েছ সর্বদা তুমি শান্তির বৃষ্টি
হিংসা-বিদ্বেষে আজ জগৎহারা
মানুষের পাপে আজ হয়েছে সাহারা
তোমার আশিস পাঠাও।

তুমি তো গড়েছ মানুষ নিজের করে
দিয়েছ বিদ্যা ও জ্ঞান সবার তরে
লোভ-লালসা আর স্বার্থ যত
বিবেকের কাছে আজ হয়েছে নত
তোমার আশিস পাঠাও ॥

রাজার বেশে যিশু গাধার পিঠে

আসছেন প্রভু আসছেন যিশু
আমাদের এই শহরে
তাল পাতা খেজুর পাতা
সবুজ পাতা হাতে নিয়ে
বরণ করি হৃদ মাঝারে।

রাজার বেশে আসেন যিশু
গাধার পিঠে ওঠে
হোসান্না হোসান্না রবে
বরণ করি এই নগরে
তাল পাতা খেজুর পাতা
সবুজ পাতা হাতে নিয়ে
বরণ করি হৃদ মাঝারে।

দীন বেশে আসেন যিশু
পাপীরে দিতে ত্রাণ
মুক্তমনে এসো সবে
করি যিশুকে গ্রহণ
তাল পাতা খেজুর পাতা
সবুজ পাতা হাতে নিয়ে
বরণ করি হৃদ মাঝারে।

মুক্তি দিতে আসেন যিশু
নিজেকে করিতে দান
সব যাতনার দহনে
আনে মানবের পরিত্রাণ
তাল পাতা খেজুর পাতা
সবুজ পাতা হাতে নিয়ে
বরণ করি হৃদ মাঝারে।

চেতনায় জাতিস্মরের কণ্ঠস্বর

আদিতে ছিল বাণী, বাণী দেহ ধারণ করে
মর্তের এই পৃথিবীতে যিশুও এসেছিলেন
জীবের ক্ষয় আছে বাণীই একমাত্র অক্ষয়
আলোর গতিকে পূর্ণতা দেয় শব্দের প্রলয়
বজ্রকণ্ঠের নিনাদ হৃদয়ে ধারণ করেই
এসেছে মুক্তি লাল-সবুজের একটি পতাকা
হৃদয়ের মণিকোঠায় আমাদের রবীন্দ্রনাথ
অমলিন চেতনায় বিদ্রোহী কাজী নজরুল
রূপসী বাংলার প্রেমের কাব্য এখনো লিখি
শত কণ্ঠে বেজে ওঠে মুজিবের কণ্ঠস্বর
অবারিত বাংলার সেই মধুর কণ্ঠস্বরের ধ্বনি
এখনো শুনি চিরচেনা বহমান নদীর কলতানে
হৃদয়ে মায়ের মমতার ছবি আঁকি সযতনে
লক্ষ কোটি বজ্রকণ্ঠের সুরের ঐকতানে
ডুবুডুবু নৌকায় অগণিত ট্রাকের বোঝা
দুরু দুরু বুক কাঁপে ট্রাকের বেপরোয়া গতিতে
অসংখ্য প্রশ্ন জাগে এই অভাগার সরল মনে
ছদ্মবেশী ট্রাক ড্রাইভার ও আরোহীদের ভিড়ে
লুকিয়ে আছে কি ৭১ এর পরাজিত প্রেতাত্মা
কুলাঙ্গার বেইমান ৭৫ এর পরিচিত বন্ধু-স্বজন
যার হৃদয়ে ও চেতনায় দেশপ্রেমের সূতিকাগার
দূর প্রবাসেও বেজে ওঠে জাতিস্মরের কণ্ঠস্বর ॥

চোখের নেশায় প্রেমহীন নির্বাসন

আনমনা উচাটন এই হৃদয় মনটাকে
গ্রাস করেছে লোলুপ চোখের নেশা
সেদিন থেকেই শুরু প্রেমহীন নির্বাসন
সবেই দেখি ঠুনকো স্বার্থের কারসাজি
ক্ষণিকের এই ছলাকলার আতশবাজি
এখানে ওখানে কোথাও কি নেই
এমন কী নেই হৃদয়ের মূলধনে
ভিন গ্রহ থেকে চড়া সুদে ধার করা
অতিরঞ্জিত মনোহরি কেবলই শব্দযুগল
অকশনে উঠে নামে প্রেম-ভালোবাসা
সের দরে বিক্রি হয় ভান্ডারির দোকানে
মানুষ কি কভু হয় উচ্ছিষ্টভোগী মৃগ শাবক
কেনই-বা বারে বারে পড়ি প্রেমের স্তবক
সিনেমার মধুর মিলনের শেষ দৃশ্য
পারে কি শুকাতে ব্যভিচারের ক্ষত
ওপারে কালো মেঘ ঘরপোড়া মনোরথে
খুঁজি নাকো নিভু নিভু সলতের শিখায়
নিদারুণ হিমেল বৃষ্টির বেরসিক ঝাপটায়
কোনা-কাঞ্চিতে অসহায় মানুষের ভিড়ে
আজ পাখিরাও আশ্রয় নিয়েছে পরবাসে!!!

শিরদাঁড়ায় বেজে ওঠে সাইরেন

ছোট্ট একটি মফস্বল শহর
ক্ষণিক থেমে থেমে বেজে ওঠে
সাইরেন, অ্যাম্বুলেন্স, দমকল
দ্রুত বেগে ছুটে যায় পুলিশের গাড়ি
বুকের শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে
বয়ে যায় মুহুর্মুহু আতঙ্কের ধ্বনি
সপ্তাহান্তে, ছুটির দিনে আরও প্রকট
কে জানে কোথায় মানুষের দুর্গতি
মাদকে ভেজাল নাকি কলহ-বিবাদ
মাত্রাতিরিক্ত পারিবারিক অশান্তি
কী অজানা কারণে বেড়ে গেল
এত অসুস্থতা মানুষের তিক্ততা
পুঁজিবাদী সমাজে ভোগবাদের অসুখ
খালি চোখে কোনোমতে যায় না ধরা
উপরে সব ফিটফাট ভেতরে জঞ্জাল
ঘুণে ধরেছে আজ মানুষের হৃদয়
ভোগবাদের অসুখে চির অসুখী
নির্ণয় না করি আসলে কী চাই
ভালোই যদি না বাসি নিজেকে
পাশের মানুষকে কিংবা ঈশ্বরকে
ভোগের অনলে পুড়ে অঙ্গার হতে
আর কত দেরি হে ক্ষণিকের অতিথি!!!

শেকড়ের গান

জীবনের এই জয়গানে
গাই আমরা সমমনে
আমাদের শেকড়ের গান

হৃদয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ
চেতনায় কবি নজরুল
রূপসী বাংলার প্রেমের কাব্য
কণ্ঠে আমাদের মমতার সুর।

অবারিত বাংলার মধুর ধ্বনি
শুনি নদীর কলতানে
হৃদয়ে মায়ের ছবি আঁকি
আমরা সুরের সমতানে।

সবার উপর মানুষ সত্য
সোনার চেয়ে জীবন দামি
সংগীত আমাদের সাম্যের সুর
ভালোবেসে আমরা গাই একতানে ॥

জলের তলে প্রেমের অতল

প্রেমের নাটকের মহড়া চলে
সে কী অপরূপ ধারাবাহিক অভিনয়
দিন শেষে নিমেষেই নির্ণয় হয়
কোনটা শখ, নেশা আর পেশা
অদ্ভুত এই মনটা জানতে চায়
শখের বশেও কি প্রেম হয়!
প্রেম সে তো মরা কোনো গাঙ
ভালোবাসার বিবর্ণ ধূসর বালুচর
বেঁকে চলা হারানো এক নদী
বালিয়াড়ির নিচে চাপা স্রোত
দু'চোখে তাই দেখি না জল
হৃদয়ের কলকল ছলছল!
প্রেম সে তো নির্ঘুম চাতক পাখি
আবডালে জানায় রাত্রি দ্বিপ্রহর
প্রেম-বিরহের নীরব এক সাক্ষী
খোলের তলে দেখি জলের অতল
ভালোবাসার একলা নিচল পথে
আর হাঁটি না হৃদয়ে অবিচল!
মেঘে মেঘেই গড়িয়ে যায় বেলা
কাল অবেলায় হৃদয়ে রয়ে সয়ে
প্রেম-ভালোবাসাও লুকিয়ে রাখি
মুখোশের আড়ালে এই খোলসে
আমার এই গহিন হৃদয়ে সযতনে
এই প্রেম যে করে সে জানে!!!

বর্ণচোরা ঢেউ

ওপারে রাম রাম রাজত্বের জয়ধ্বনির শ্লোক শুনি
অপলক মোহাবিষ্ট হয়ে রহস্যময় পদধ্বনি গুনি
হাজার বছর পর কেন ফিরে এলেন বাল্মীকির রাম
এত দিন ভালোই তো ছিলাম কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিয়ে
ওপারের বর্ণচোরা ঢেউ এপারেও আছড়ে পড়ে
প্রকৃতিকুলের বৈচিত্র্য নিয়ে বিবাদ শুধুই বাড়ে
ওহে মহাকবি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস, মহর্ষি বেদব্যাস
আবার কি শোনাবে না তোমাদের অমোঘ বাণী
বালি সুগ্রীব হনুমান কি ছিল না রামের যুদ্ধসারথি
আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে অপাঙ্‌ক্তেয় মনুষ্য প্রজাতি
হনুমন্ত বিনা সম্ভব হতো কি সীতার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের পক্ষে কি সহজ ছিল কুরুক্ষেত্র জয়
যদি না শিখণ্ডী অস্ত্র হাতে করত মহাবীর ভীষ্মের পরাজয়
মানবকুলেই জন্ম যাদের বঞ্চনা অনাদরেই লালন-পালন
সহযোদ্ধা হয়ে যুদ্ধ জিতিয়েছে করেনি কখনো নত শির
অস্পৃশ্য বর্ণে বলিনি কভু তারা অসম যুদ্ধে বিজয়ী বীর
ইতিহাসের পাতার মলিন আখরে হেরেমখানার চৌকিদার
আজ বইয়ের পাতা ছিঁড়ি গোপনে ঘেঁটুপুত্র ছবিও দেখি
একই রাস্তা বিভিন্ন দিকে গেলে বেনামি ভিন্ন নাম হয়
একই জল গঙ্গা থেকে পদ্মা যমুনা মেঘনায় পানি হয়
অভাগা জাতি শুনতে কি পায় বড়ু চণ্ডীদাসের বচন
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই!!!

একাকী নাবিক ও অ্যালবাট্রস

উদ্বেল সমুদ্রে নিথর জাহাজে নিঃসঙ্গ এক নাবিক
প্রাণহীন সতীর্থ নাবিকদের জন্য গুমোট আহাজারি
সমুদ্রের বুদ্‌বুদ ফেনায় ভেসে ওঠে গোনাহের অনুতাপ
নোনা জলের লিলুয়া বাতাসে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে
চারিদিকে অথৈ জলের পাথার নেই কোনো সুপেয় পানি
দিনের পর দিন নির্জন সাগরে একাকী পাতক বনবাস
প্রকৃতির অমোঘ বিধান জীবনের এক অদৃষ্ট পরিহাস
জন্ম থেকে জন্মান্তরে চলে নিরবধি প্রকৃতির উল্লাস
কারও বিলাসী সমুদ্রস্নান যেন অতি কর্তব্য গঙ্গাস্নান
কাদা মাটি সাবান তেল দিয়ে দূষিত ময়লা এই দেহের
তেলের ছায়ার সাথে চলে শেওলার নিরন্তর মিতালি
আবার জলেও মল ছেড়ে যাই কোন মনের অবলীলায়
তবুও মানা যেত যদি শুদ্ধ মন নিয়ে লোকালয়ে ফিরি
দেখেছি পাতাইয়া বিচে অশীতিপর এক বৃদ্ধের সাথে
বিকিনি পরা থাই কিশোরীর অমিত্রাক্ষর ছন্দের নৃত্য
একি পুণ্যি স্নান নাকি আমদানি করা বুর্জোয়া বিনোদন
অ্যালবাট্রস পাখিটি নেই পড়ে রয়েছে নাবিকের পদচিহ্ন
পাপ-পুণ্যের দোলাচলে জাহাজটি একাকী সমুদ্রে ভাসে
জলের তলে জলকেলি প্রকৃতি ছাড়া আর কেই-বা দেখে
বিশ্বজুড়ে প্রেম-পিরিতি বিধি সবই কি শুভঙ্করের ফাঁকি
অন্তরের দহন কেউ না জানুক অমানিশি চন্দ্র সূর্য সাক্ষী!!!

মায়া কায়া ছায়া

অধরা অপ্সরীর ইশারায় থমকে যায় কায়ার ছায়া
হৃদয়ের হৃদ্যতা আত্মার বন্ধন সবই কি কেবল মায়া
রাতের পর রাত জাগা পাখির ভাবনাহীন স্বপ্নের মেলা
ছায়া কায়া মায়ার অচলায়তনের ঝিকিমিকি খেলা
পিরিতের দেনা বাড়ে কি মনে যদি সারথি বিনোদিনী রাধা
চিত্তরূপাকে কায়মনে ভালোবাসতে গেলাম মন্ত্র না জানিয়া
কুয়াশার ধোঁয়াশা ভেদ করে ওঠে নিত্যনতুন আশার সূর্য
শীতের কাঁথায় এখনো খুঁজে বেড়াই মায়ের শাড়ির আঁচল
মগডালে ইগলও সাধনায় ফিরে পায় যৌবনের ক্ষিপ্রতা
মরা গাঙে জল আসে দৃশ্যপটে অবিরাম আবিরের মায়া
চৌচির প্রান্তরে একপশলা বৃষ্টি যেন অধরা কায়ার ছায়া
সারা জীবন ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেও জমেনি কোনো মায়া
একমুঠো ভালোবাসার তরে দিতে নেই কোনো দান-প্রতিদান
সাধের পর জনমে ফুল পাখি হয়ে চাই শৃঙ্খলহীন জীবন!!!

আগন্তুকের বাড়ি ফেরা

পড়ে কি মনে আমায় হৃদয়ের গহিন কোণে
ছোট্টবেলার সেই দুরন্ত লাটিম খেলার ছলে
কত সাধ ছিল পৃথিবীকে দেখব দু'চোখ মেলে
আজ ভেজা চোখে হৃদয়ে মানচিত্রের পোড়া দাগ
জেনেও মানা হয়নি ণত্ব বিধান আর ষত্ব বিধান
ধূলিমাখা পড়ে থাক না প্রমিত আইনের ব্যাকরণ
ওদিকে বিরোধী পক্ষের শোরগোল বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস
আঁধারের শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে রমণীয় জুডাস
উত্তর ও দক্ষিণের ক্লান্তিকর যাযাবর যাত্রাপালা শেষে
ওহে সত্যজিৎ এবার ঘরে লও তোমার এই আগন্তুক
পদ্মপুকুর শিশির-ভেজানো আঁকাবাঁকা মেঠো পথ
কুয়াশার চাদরে মিটিমিটি রুপালি জোছনার উষ্ণ আদরে
তোমার সেই চিরচেনা বাংলায় এবার আমায় নিয়ে চলো
আপন দরজার শিশিরবিন্দু তাই নাকি ঢের ভালো!!!

অপরূপ দেখি

ত্রিনয়নের ত্রিভুবনে কেই-বা আছে সব্যসাচী
যেদিকে তাকাই দেখি একই আদমের বহু রূপ
বিচিত্র বেশ-ভূষায় মনের মন্দিরের কোণে দেখি
নেই অবশিষ্ট কোনো মালাবদলের পবিত্র চুক্তি
দিনের পর দিন ভালোবাসার জমিতে শেওলার
বিবর্ণ হৃদয়ে ঘনীভূত হয়েছে মোহ আর আসক্তি
পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মনের যোজন দূরত্ব নক্ষত্রসম
ভাবিনি আহ্লাদী পাষাণী হবে মায়াবী রিপুর ছলনায়
দংশিবে বেহুলা লখিন্দরের লোহার বাসরঘরে
অজানা নীল বেদনায় লালনের বিষ উঠিল ব্রহ্মমূলে
আহত পাখির ডানা ঝাপটানো শব্দে নিরালায় ভাবি
মনচোরার মনে কীভাবে জমেছে এত নীল ধন
এ কেমন কারবারি বিভীষণের সাথে নিত্য আড়ি
অপরূপ দেখি সব কারবারেই ঘাটতি পড়েছে!!!

ফাগুনের আগুনরাঙা ভালোবাসা

আজ মনহরা ভালোবাসার পসরা বসেছে
কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ শিমুলের ডালে ডালে
আনমনা সৌরভে উন্মাতাল ভ্রমরের গুঞ্জনে
পলাশ শিমুলের বৃন্তে জমে থাকা
মধুরসের মতো ভালোবাসার
মানুষটির প্রিয় সান্নিধ্য
মনের রঙে ফাগুনের হলুদিয়া কোকিলার কণ্ঠে
ঝিরঝিরে হাওয়ায় আগুনের স্পর্শ
হলুদিয়া সন্ধ্যায় জোনাকির উত্তাপে
সাঁঝের বেলায় সময় কেটে যায় পলকের মাঝে
নিস্তব্ধ রাতের মায়াবী জ্যোৎস্নায় ফাগুনের উত্তাপে
স্বপ্নের জাল বুনি পাশাপাশি দুজনায়
অদৃশ্য মায়া-মমতার আবেগী বন্ধনে
নতুন দিনের স্বপ্নে বিভোর বুঝি না দিন-রজনী
কখনো ফুরাবার নয় এই ভালোবাসা
ভালোবাসার দিন শুধুই ভালো লাগার নয়
প্রগাঢ় ভালোবাসার গভীরতার দিন
মন্ত্রমুগ্ধ জাদুকরের মতো সদাই উপলব্ধির দিন
মোড়কে রহস্যাবৃত ভালোবাসা উন্মোচনের দিন ॥

এখনো শেষ হয়নি সময়

বৃষ্টির কান্নার অশ্রুধারার শব্দে নির্ঘুম সকালে
শীতল পাটির মতো বিছানায় থমকে দাঁড়ায় উত্তাপ
জীবনের কোলাহল বাড়তেই থাকে কাকভেজা সকালে
সময়ের সাথে মানুষের প্রতিযোগিতা যেন অসম তালে
টাকার সাথে জীবনের মিতালি বড়ই ভাবনার
নিঃশব্দ পদচারণায় কাউকে না জানানোর উদ্বেগ
পাছে লোকে কিছু না বললেও সময়কে
ফাঁকি দেওয়া বড়ই যন্ত্রণার অস্থিরতায় অবশ রোগ
গ্রাস করে চিন্তনের কেন্দ্রবিন্দু সময়ের জড়তাহীনতায়
নদী-নালা খাল-বিলে স্রোতের নিরন্তর কোলাহল
বুদ্‌বুদ আর ফেনাগুলো বাতাসের সাথে খেলা করে
তির্যক রোদের উত্তাপে বাষ্প হয়ে মিশে যায় দিগন্ত পানে
কালো মেঘের পসরা উঁকি মারে জানালা দিয়ে
কান্না থামাতে চায় না কিছুতেই সখ্য করতে গেলেও
বিষাদাচ্ছন্ন মনকে হালকা করতে সময়
ঠিকই জানিয়ে দেয় এখনো শেষ হয়নি সময়!!!

উন্নয়ন বিনোদন

বিবর্ণ ধুলোবালি আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন
বিস্তীর্ণ জনপদ লোকালয়ের নেই কোনো চিহ্ন
তেল-কুচকুচে শ্যামল বর্ণের লোকগুলো
হারিয়েছে বংশানুক্রমে বাস করা বসতভিটা
আবাদি জমি পুকুরপাড় শীতল গাছের ছায়া
স্মৃতিবিজড়িত উৎসব আর আনন্দের দিনগুলো
মাদল নাকড়ার শব্দ আর কখনো শোনা যাবে না
দেখা যাবে না দলবাঁধা নারীদের ঝুমুর নৃত্য
বাঁশির সুরে থমকে দাঁড়ানোর অবকাশ নেই
চারিদিকে মেশিনের শব্দ ধোঁয়ায় ওড়ে স্বপ্ন
রাতে বাড়ে অজানা অচেনা লোকের আনাগোনা
এটাই বুঝি শতাব্দীর সেরা উন্নয়ন ভাবনা
অসহায় সম্বলহীন মানুষগুলো কিছুই জানে না
বুঝতে চায় না ইকোপার্ক কিংবা পর্যটন
বিনোদনকেন্দ্র না হলে নাগরিক জীবনই বৃথা
কাপ্তাই মধুপুর জাফলং মধুটিলা আলুটিলা
সমতলের গজনী থেকে নীলাভ চিম্বুক পাহাড়
অসামাজিক বনায়ন কয়লা খনি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র
এর পরেও উন্নয়ন বিনোদনের স্বাদ হয়নি পূরণ
তারপর রাস্তা বিমানবন্দর ইপিজেডের নীলনকশা
তলাটে কোথায় পাওয়া যায় জায়গা-জমি

ওই তো ওইখানে আছে আদিবাসীরা
ওরা বহিরাগত ওদের এই দেশ থেকে বহিষ্কার করো
তাদের ভাষা সংস্কৃতি দেশজ নয়
ওদের নিষিদ্ধ করে নির্মূল করো
এই দেশের মাটিতে ওদের থাকার কোনো অধিকার নেই!!!

বেদনার নীল রং

নীলিমার ঘন নীল রঙের নীলাভ শাড়ি
বাতাসে দোলে অনাবিল প্রকৃতির
মৃদু হাওয়ায় লিকলিকে একটুকরো বিনোদন
শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে থাকা মলিন বেদনা
নীলকণ্ঠী পাখির ডানা ঝাপটানো হা-পিত্যেশ
আদিগন্ত প্রসারিত নীল আকাশে মিশে যায়
নীল রঙের টিয়া পাখি অতিথি বেশে বসে
নীল দোপাটির অপ্রস্ফুটিত কলির পাশে
অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয় উড়ে যাওয়া আঁচলের দিকে
কচি লাউয়ের মাচা ক্রমেই নেতিয়ে আসে
নীল শাড়ির আঁচলের ভারে স্বপ্ন যা ছিল
সবই কেড়ে নিয়েছে রক্তপিপাসু শকুনের দল
নিঃস্ব নিথর দেহটিকেও খুঁজে পায়নি স্বজন
বারুদের গন্ধের তীব্র নির্যাসে বাতাস ভারী হয়ে আসে
শ্বাসরুদ্ধ হয় নাবালিকারা ওত পেতে থাকা
মানুষরূপী হায়েনার দল কখন সন্ধ্যা নামবে
রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠবে নারকীয় উদ্দামে
গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে পাশবিকতাই
নতুন অস্ত্র যার ছাপ থাকে আমরণ
সবুজ শ্যামলিমার বুকে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ
ক্রমেই ঘন লাল গভীর হতে থাকে
বিবস্ত্রা নিঃস্ব নারীর এক টুকরো
শাড়ির আঁচল বাতাসে দোলে
লাল সূর্যের সবুজের গালিচায় ॥

বর্ণিল অনুভূতিগুলো

কখনো প্রিয়া কখনো দেবী
স্বল্পবসনা ছলনাময়ীর মোহে
হারিয়ে যাই অজানা এক রূপকথার দেশে
শাড়ির ভাঁজের চেয়ে বেশি তার মনের ভাঁজ
কী বোঝাতে কী বুঝি আমি অবোধ তো নই
হৃদয়ের দোলা শেষ রাতের উত্তাল কামনা বাসনা
ব্যস্ত নাগরিক জীবনের হা-পিত্যেশ
আরও একটি বিলাসী রাতের অপেক্ষায়
ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে কোমল হাতের ছোঁয়া বঞ্চিত
বিদীর্ণ এক নাগরিকের বিবর্ণ কল্পনা
মলিন স্বপ্নগুলোকে সাজানোর ব্যস্ততায়
আরও একটি দিনের শেষে
একটি সূর্যের ধারাবাহিক সূর্যপাত
নিস্তেজ জীবনের টানাপোড়েনের স্বাদ
অন্তরের দহনে বিদগ্ধ এক কবির
পাণ্ডুলিপির ওপর ধুলোর আস্তরণ
সুরম্য অট্টালিকার মানুষগুলোর
ইট-পাথরের কঠিন হৃদয়
জীবন-পাতার বর্ণিল অনুভূতিগুলো
গুমরে কাঁদে স্মৃতির জলরঙে
এঁকে যায় ক্লান্ত পথিকের পদচিহ্ন
বিবর্ণ এই বিরান ভূমিতে ॥

বর্ষবরণ

যতই বলি আর লিখব না কোনো কবিতা
কখনো সাজাব না না জীবনের কল্পকাহিনির প্রতিমা
বিদায়ী বছরের হিসাব-নিকাশ আর নতুন বছরের স্বপ্নবিলাস
হৃদয়ের পাতায় আর কবিতার খাতায় না লিখি কেমন করে?
উত্তরী কুহেলিকায় হিমেল শীতের মাঝে প্রকৃতির
পালাবদলের লীলাখেলায় উন্মুক্ত এই ধরিত্রী
যেন খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ায় শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি
কুয়াশাঢাকা আবেশে উদিত সূর্যের হাতছানিতে
উজ্জীবিত এই ধোঁয়াশায় শিশিরস্নাত ধরণি
নদীর স্রোতের বাঁকে ফেনার মতো পুঞ্জীভূত হতাশা
ঝিনুকের মুক্তার মতো লুকিয়ে থাকা ব্যথা-বেদনার নির্যাস
সাধের চাওয়া-পাওয়ার সাথে লাগামহীন সাধের বড়াই
অস্থির অশান্ত এই পৃথিবীতে শান্তির তৃষ্ণা কোথায় মেটাই?
মানবতাহীন ঊষর ধুলোর মাঝেও এখনো সবুজের মেলা
ঝরে যাওয়া ফুলের পাশে ফোটে নতুন ফুল
মৌমাছি আর ভ্রমরের বর্ণিল ভালোবাসায়
গুনগুন আর গুঞ্জনে ভরে উঠুক নতুন বছরের দিনগুলো
হয়ে উঠুক নবজাতকের বসবাসযোগ্য শস্যে সুফলা
এই আদিগন্ত শ্যামল সবুজ বাংলা ॥

সত্য দেবী এথিনা

মর্তের পূজারি তুমি সত্যের সাধক
রূপকথার গল্পে শুধু নয় মানবতার জীবনে
তুমি সব বিপদের আশ্রয়স্থল
অসহায় মানুষ ছুটে যায় তোমার দ্বারে
অমঙ্গল ঘোচাতে খোঁজে তোমার অমৃত দৈববাণী
অক্ষরে পালিত হয় তোমার প্রতিটি বাক্য
মানুষ ফিরে পায় জীবনের ছন্দ সান্ত্বনার ভাষা
মেতে ওঠে আনন্দের বাঁধভাঙা বন্যায়
মুকুরিত নবজীবনের ফুল স্রোতস্বিনী নদীর মতো
মুখরিত জনরবে তোমার বাণীর মাহাত্ম্য
যুগে যুগে জেগে রয় অমরত্বের কীর্তিগাথা
বিপদের বন্ধু দুর্যোগের প্রতিকার মানবতার দিশারি
তোমার জীবনে আনুক মঙ্গলবাণী
সত্যের আলোয় জীবনে ভরে উঠুক
আনন্দে গানে নব জীবনের স্পন্দনে
সত্য দেবীর মনন ও আত্মার অবগাহনে
তোমার জীবন সার্থক হোক প্রতিক্ষণে
যুগে যুগে চির ভাস্কর চির অমর ॥

প্রিয় তোমার জন্মদিনে

নিদারুণ শীতের শেষে ফাগুনের উত্তাপের আগে
কুয়াশায় ঢাকা হিমেল শিশিরস্নাত ভোরে
সূর্যোদয়ের আগেই তোমার জন্ম
মিষ্টি রোদেলা শুভেচ্ছায় সিক্ত তুমি
ভালোবাসার কোমল পরশে আনন্দের উচ্ছ্বাসে
যেন তুমি সপ্তডিঙায় ঝিলমিল করা নদীর তীরে
পলাশ শিমুলের বর্ণিল বৃন্তে
জমে থাকা মধুরসের মতো প্রিয় তুমি
শতদিনের প্রতীক্ষা ভাবলেশহীন কল্পনার বিশাল দিগন্তে
সত্য কখনো হয় না মলিন কোনো দিন
অমৃতের স্বাদ যেমন মেটে না কিছুতেই
নতুন অতিথির আগমন পলকেই জাগিয়ে দেয়
ভালোবাসার বন্ধন অন্তরের মিলন
নতুন দিনের স্বপ্ন প্রেমের গভীরতা
দুটি প্রাণ ও মনের একাত্মতা ॥

রবীন্দ্রনাথের ক্যামেলিয়া

বোলপুরের ছাতিমতলায় ভাবুক কবির মনে
প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি
লুটোপুটি খায় শান্তির ফেরিওয়ালা মনের সনে
দুই বিঘা জমি হারিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে উপেন
মর্তের দস্যু ভূস্বামীর দিনরাতভর আনাগোনা
জমেছে মেলা জমি দখল কেনাবেচার সালিস
অমর্ত্য বাবুও পায় না তার পৈতৃক ভিটের হদিস
এপারের ঘটি-বাটি ওপারের শালপাতার পাত্র
নিত্যই কেন লেগে থাকে অকারণেই ঠোকাঠুকি
হিসাব মেলে না কিছুতেই চিরচেনা শান্তিপুরে
অচিনপুরের ভাগ্যটাই যেন ডোবার ঘোলা জল
কমলাকে খুঁজতে গিয়ে উদাসী হাওয়া বদল
ক্যামেলিয়া যার মন বুঝি সহজে মেলে না
আলো হয়ে জ্বলছে সাঁওতাল মেয়ের কানে ॥

নজরুলের ঝুমকো ফুল

লাল পাহাড়ি দেশের সৌদামিনী মাটির গন্ধে
বনবাদাড়ে খুঁজে বেড়ায় দুরন্ত এক কিশোর
অনাদরে বেড়ে ওঠা বর্ণিল ফুলের সৌরভ
জনমদুঃখী ক্ষুধা তৃষ্ণা পথের ধুলোয় মিশে
মন পড়ে রয় কংস দমোদর নদীর দুই কূলে
আবিরের হোলিখেলা পলাশ শিমুলের ডালে
অযোধ্যা পাহাড় বাগমুন্ডির বনে গায় বুলবুলি
শাল পিয়াল মহুল ফুলের মহুয়ার মাদকতায়
লেটো গানের দলে রাতভর চলে ঝুমুর লীলা
বাউড়ি বাতাসে ওড়ে ঝাঁকড়া বাবরি চুলে
ঝুমুরের তালে শ্যামা মেয়ের কোমর দোলে
ফাগুন পূর্ণিমায় ধামসা মাদল নাগরার বোলে
মাটির দেয়ালের আলপনায় গানের স্বরলিপি
কুঞ্জবনে গানের পাখির তব এ কি বিধিলিপি
সুরের লহরিতে খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
বিস্ময়ের বিধাতা কেন এই জবান নিলা কাড়িয়া!!!

বৈশাখী বাতায়ন

যতই বলি লিখব না আর কোনো কবিতা
কখনো সাজাব না জীবনের কল্পকাহিনির প্রতিমা
বিদায়ী বছরের হিসাব-নিকাশ আর নতুন বছরের স্বপ্নবিলাস
হৃদয়ের পাতায় আর কবিতার খাতায় না লিখি কেমন করে?
উত্তরী কুহেলিকায় হিমেল শীতের মাঝে প্রকৃতির
পালাবদলের লীলাখেলায় উন্মুক্ত এই ধরিত্রী
যেন খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি
কুয়াশাঢাকা আবেশে উদিত সূর্যের হাতছানিতে
উজ্জীবিত এই ধোঁয়াশায় শিশিরস্নাত ধরণি
নদীর স্রোতের বাঁকে ফেনার মতো পুঞ্জীভূত হতাশা
ঝিনুকের মুক্তার মতো লুকিয়ে থাকা ব্যথা-বেদনার নির্যাস
সাধের চাওয়া-পাওয়ার সাথে লাগামহীন সাধ্যের বড়াই
অস্থির অশান্ত এই পৃথিবীতে শান্তির তৃষ্ণা কোথায় মেটাই?
মানবতাহীন ঊষর ধুলোর মাঝে এখনো সবুজের মেলা
ঝরে যাওয়া ফুলের পাশে আবারও ফুটে নতুন ফুল
মৌমাছি আর ভ্রমরের লুকোচুরি বর্ণিল ভালোবাসায়
গুনগুন আর গুঞ্জনে ভরে উঠুক নতুন বছরের দিনগুলো
হয়ে উঠুক নবজাতকের বসবাসযোগ্য শস্য সুফলা
আজন্মলালিত চিরচেনা আমার শ্যামল সবুজ বাংলা ॥

কংক্রিটে গাছের আলপনা আঁকি

মানুষ চিনি না লালনও বুঝি না
না চিনি কভু নিরাকার খোদা
চণ্ডীদাসের সুবচন শুনি না
মানুষ সত্য জেনেও মানি না
নজরুলের সাম্যের গান
দুঃস্বপ্নের ধূসর পাণ্ডুলিপি
রূপসী বাংলার সবুজ ছবি
ক্ষতবিক্ষত বইয়ের পাতায়
দহন বেলার বিদগ্ধ তাপদাহে
ত্রাহি ত্রাহি করে ওষ্ঠাগত প্রাণ
বিজাতীয় কবির জাতীয় সংগীত
নীলকণ্ঠে কেবলই ধারণ করি
হৃদয়ের অলিন্দ নিলয়ে নয়
আজব দেশপ্রেমের সলিলসমাধি
জোয়ার-ভাটায় উজানে বায়
স্রোতের বিপরীতে পদ্ম পাতার পানি
শরীরের ঘামে জমানো সঞ্চয়ে
কংক্রিটে গাছের আলপনা আঁকি
সবুজ ভূমিতে কাস্তে কুড়াল করাত
পুণ্যশূন্য মানুষের মেকি উপাসনা
যতই মুছি রবির আলোর পদচিহ্ন
তারা হয়ে দেখাবে পথ অন্ধকারে
হারিয়ে যাওয়া সেই ভূস্বর্গের রূপ
ফেরাতে কি পারবে মানব স্বরূপ!!!

যাযাবরের দৃষ্টিপাত

অদৃষ্টেই আসে দুঃখ জরা ব্যাধি
বিরহ দহন শোক আর বিচ্ছেদ
প্রকৃতির নিয়মেই নদীর বহমান স্রোত
অবিরাম ছুটে চলে উত্তাল সাগরপানে
জীবনের মোহনায় ক্ষণিকের সংগম
মায়ার স্মৃতির কেনই-বা এত পিছুটান
ছোটগল্প থেকেও জীবন অনেক বড়
চোখের পলকে নিমেষেই পৌনে দু'শ বছর
সিধু কানু হুল (বিদ্রোহ) এর চেতনার দ্রোহ
কীভাবে যেন দর্শন মননের মাঠ দখলে নিল
আল্ট্রা আধুনিকতার নামে ডিসকো ব্যান্ড ডিজে
রং মেখে সং সেজে ভিনদেশি উত্তাল নৃত্য
অধিকার রক্ষার মানপত্র দেখি না কোথাও
সর্বত্রই হলাহল ছেলেখেলার রঙিন মেলা
সম-অধিকার রক্ষা সংগ্রামের গড়ের ময়দান
যেন ছদ্মবেশী সুবিধাভোগীদের আঁতুড়ঘর
আত্মঘাতী সর্বনাশী মৌসুমি দালালি নেতৃত্ব
বুদ্ধির মগজে ছলনা প্রতারণার ধবলধোলাই
বুঝেও হয়তো বুঝি না শুধু উচ্ছিষ্টের আশায়
বুদ্ধির মগজে ছলনা প্রতারণার ধবলধোলাই
বুঝেও হয়তো বুঝি না শুধু উচ্ছিষ্টের আশায়

দৃষ্টি প্রক্ষেপিত হয় সাময়িক শিক্ষাবৃত্তি
অপেশাদার ফুটবল খেলায় নাচ-গানের নামে
অপসংস্কৃতি চর্চা তোষামোদি নোংরা রাজনীতি
নিরন্ন নিঃস্ব ভূমিহীন মানুষের চাপা আর্তনাদ
নেতাদের মুখের ফেনায় ইথারে ভেসে বেড়ায়
সমান নাগরিক অধিকারবিহীন মানুষের স্বপ্ন
সীমাহীন বৈষম্য বঞ্চনার নীল আগুনের দাবানলে
আমার চেতনার ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো
হাজারো স্বপ্ন জন্ম নেবে এই লাল-সবুজের দেশে
আজন্মলালিত সেই স্বপ্ন দেখার সুদিন আসবে কবে!!!

এ কোন বিষ ব্রহ্মমূলে

জন্ম অবধি বুকভরে নিয়েছি কত
কালো সিসা বর্জ্যের দুর্গন্ধ বাতাস
আর্সেনিকযুক্ত জলেই চলে নিঃশ্বাস
ফরমালিনের সাথে নিত্য সহবাস
প্রদাহ করেনি ফুসফুস কিংবা যকৃৎ
আজই কোন বিষে ভিজিয়ে দিলে মন
বিকল শরীর আত্মা সমাজ ও দর্শন
অসাড় ঝাড়ফুঁক টোটকা তন্ত্রমন্ত্র
মড়ক ধরেছে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে
অথচ গোড়ায় জল ঢালি দিবারাতি
মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার হাতছানিতে
মাতোয়ারা সবাই মরুর নীল জোছনায়
বৈষম্যের ভূত দেখিয়ে রচি কালা পাহাড়
হৃদয়ে লালন করি মধ্যযুগীয় অন্ধকার
ভূলোক-দ্যুলোক ছেদিয়া হন্যে খুঁজি
অমর্ত্যলোকের সেই নিরাকার ঈশ্বর
অস্বীকার করে নিমেষেই ভুলে যাই
স্বরূপেই সেই রূপ আছে গিলটি করা!!!

আয়নার ফেরিওয়ালা

কতই না শখ করে হৃদয়ে সেধেছিলাম
বনের পাখির মতো উদাস কণ্ঠে গান
প্রশ্ন করেছি মাত্র সমাজের অসংগতি
শিক্ষা দর্শন রাজনীতির কর্কট উপসর্গ
এ জন্যই কি নীল বিষে দংশিলে তনু মন
করিনি কখনো কোনো ধর্মের অবমাননা
তন্নতন্ন করে পড়ে মানুষ খুঁজেছি
বাইবেল তোরাহ গীতা আর ত্রিপিটকে
মুখোশের আড়ালে কত শত মানুষ
অনুভূতিহীন হৃদয়ে ধর্মের লেবাস
অন্ধের দেশে আয়নার ফেরিওয়ালার
মর্মান্তিক পরিণতি কেউ কি দেখে
রবির আলো পড়ে না এ দু'চোখে
বিপ্লবী নজরুল কীভাবে হয় নির্বাক
মুজতবা আলীর লেখনীর হাত অবশ
জীবনের দামে কেনা রূপসী বাংলার
কবিতার সাথি জীবন-মৃত্যুর উপত্যকায়
অনুদার পরিবেশে রুদ্ধ প্রতিভার বিকাশ
আমি তো শুধুই খুঁজেছি অজানা উত্তর
জানতে চাওয়াই কি আমার অপরাধ!!!

কবিতার নীরব প্রস্থান

বিশ্ব কবিতা দিবস নীরবে চলে গেল
নজরে এল না নতুন কবির কোনো কবিতা
আজকাল কেন যেন সবকিছু দেরিতে বুঝি
ঝাঁকড়া চুলের বাবরি কবিরা সব সুতোর ওপারে
চটি পায়ে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ফেরিওয়ালা
মেলে না দেখা ঝকঝকে বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব যুগে
মর্তের কবিরা সে তো মিথ্যার বেসাতি করে
কল্পনার ফানুসে আঁকে ছলনাময়ীর অবয়ব
বিনি সুতোর মায়ায় গাঁথে শেষের কবিতার প্রহসন
তাই পাঠ্যবইয়ে কবিতা এখন ঈষৎ সংক্ষেপিত
যেন আংশিক রঙিন সিনেমার কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপণ
নিরুপায় সুশীল সেজে সমাজের ঠাট বজায় রেখে
আজও বইমেলায় সদর্পে যাই কবিতার বই কিনি
ড্রয়িংরুমের দেয়ালের রঙের সাথে ম্যাচিং করে
মোটা হার্ড কাভারের বাঁধানো রঙিন কবিতার বই
সাজিয়ে রাখি আলমারির কোণে শৌখিন সৌন্দর্য
বইয়ের আড়ালে ঢেকে রাখি এই মনের সব কদর্য
কেউ চেনে না নতুন স্বপ্ন দেখানো কোনো কবিকে
উপচে পড়ে দেখি টিকটক ব্লগারের তেলেসমাতি
দশ মিনিটের ইংরেজি ও রান্না শিক্ষার স্কুল খুলে
রাতারাতি বনে যাই সেলিব্রেটি বিজনেস রোলমডেল

ফোন আইপ্যাড ট্যাবলেটবিহীন দুরন্ত শিশুকে
বাগে আনতে হাতে তুলে দিই মোটা কবিতার বই
কবিতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বড় হয় অবুঝ শিশু
ঘুণাক্ষরেও ছুঁয়ে দেখি না কবির সেই স্বপ্নগুলো
হোক না সে চেতনার বাতিঘর জাতির কারিগর
বড়ই নড়বড়ে আজ সবকিছু যেন ভেঙে পড়ে
কবে কোনকালে উধাও হয়েছে বিশাল ডাইনোসর
অনাদিকালের পরেও যা কিছু সযতনে পড়ে রবে
তাই জীবনের নির্যাস একমুঠো প্রেমের কবিতা ॥

প্রাণের বন্ধু ও বান্ধব

চোখের পলকে নিমেষেই কেটে গেল তিন দশক
স্মৃতির মণিকোঠায় নিজেকে দেখি ছাত্র মাধ্যমিক
ছুটির ঘণ্টায় শূন্য হয় যৌবনময় ভরাট পাঠশালা
বেরিয়ে পড়ি শিক্ষা, জীবন-জীবিকার রঙ্গশালায়
দেশ-বিদেশ ঘুরে আহরণ করি রঙিন মায়াবী স্বপ্ন
মনের গহিনে কোথায় যেন বিরাজমান গভীর শূন্যতা
প্রাণের বন্ধুর টানে জীবনের তৃষ্ণা মেটাতে ফিরে আসি
প্রতিদিন হৃদয়ের অনুভবে যেন বহমান রূপসী পুনর্ভবা
চিরচেনা আদিগন্ত বড় মাঠের কোমল সবুজ উদারতায়
শিকড়ের সন্ধানে এসো সবে মিলি শিকড়ের প্রসারতায় ॥

নস্টালজিয়া কেন এত ভাবায়?

আমি বারবার ফিরে যেতে চাই সেই চিরচেনা প্রকৃতির সৌদামিনী মাটির গন্ধে আকুল করা শিকড়ের সন্ধানে। তোমার ছায়া সুনিবিড় স্নিগ্ধ-শ্যামল রূপের সুধায় যেন আজীবন উপভোগ করতে পারি মর্তের নয়নাভিরাম অপার সৌন্দর্য। নির্বাসিত এই যান্ত্রিক জীবনে আজও হাজারো রাতের ক্ষণিক স্বপ্নগুলো আলো-আঁধারের মতো লুকোচুরি খেলে তোমাকে আলিঙ্গন করার আশায়। নির্ঘুম রাতের একাকিত্বের অব্যক্ত কল্পনাগুলো আরও বিবর্ণ হয় দূরত্ব ও সময়ের অমোঘ বিধি-বিধানের নিয়মে। ভাবনাহীন ভাবনায় আরও গভীর করে ভাবি, আমাদের এই অসম প্রেমহীন ভালোবাসার জোড়াতালিতে যেন আরও বেশি চিড় ধরেছে হৃদয়ের বন্ধনে। হয়তো আমাদের অনুভূতিতে মরিচা পড়েছে কিংবা আমরা যেন প্রকৃতির এক বিরল সৃষ্টি। হৃদয়ের অসহ্য বেদনার নীল দাবানলে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকি একপশলা বৃষ্টির আশায়। ছাই-ভস্ম থেকে ফিনিঙ পাখির মতো স্বপ্নগুলো আবারো জন্ম নেবে। দুরন্ত সূর্যের শিখার আবিরে স্বপ্নগুলো নতুন রঙে রাঙিয়ে আলোকিত করবে হৃদয়-মন-প্রাণ। তাই তো প্রতিনিয়ত ভাবি, কবে আসবে সেই সুদিন?

লাল-সবুজের দেশে স্বপ্নহীন জীবন

আমি তো অনেক আগেই পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছি
সীমাহীন বৈষম্য আর বঞ্চনার নীল আগুনের দাবানলে
আমাকে নতুন করে পুড়িয়ে মারার কি দরকার আছে?
যেদিন থেকে রাষ্ট্র আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে
সেদিন থেকেই লাল-সবুজের দেশে আমার স্বপ্নহীন জীবন
বিধাতার অদৃষ্টে আমি আজ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রান্তিক নাগরিক
রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম বিভাজনে আমি অস্পৃশ্য, সংখ্যালঘু, আদিবাসী
দৃশ্যমান বৈষ্যমের নিপীড়নে হৃদয়ে আমার অবিরত রক্তক্ষরণ
কেউ জানত না আর জানবেও না, শুধুই জানত আমার প্রকৃতি-মা
এই ধরিত্রী সৌদামিনী মাটির কোমল বুকেই আমার লালন-পালন
মা ও মাটির নির্ভেজাল ঔদার্যই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন
সেই ব্রিটিশ শাসনামলের আগে থেকেই বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে
ক্রমান্বয়ে আবাদযোগ্য করে তুলেছি শস্য-শ্যামলিমাময় অন্নপূর্ণা ধরিত্রী
ঔপনিবেশিক খাজনার কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছিল পিতৃপুরুষের হৃদয়
জমিদার, জোতদার, সুদখোর মহাজন আর দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে
প্রকৃতির সূর্যসন্তানেরা জীবনকে বাজি রেখে হাতে তুলে নিয়েছিল তির-ধনুক
একমুঠো সুখের আশায় যদি রক্তের বন্যায় ভেসে যায় সব অবিচার-অন্যায়
উদ্দেশ্য একটাই আবারও যেন ফিরে পাই দেশ ও মাটির ওপর পূর্ণ অধিকার
কিন্তু হায়! এ কি বিচিত্র সেলুকাস! অমোঘ নিয়তির অদৃষ্ট পরিহাসে
ভৌগোলিক সীমারেখার পরিবর্তন আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্পে
প্রকৃতির অমায়িক শান্ত জনপদ ও জীবন আবারও হয়ে ওঠে কলুষিত

আমার আজন্মলালিত পিতৃপুরুষের ভূমি রাতারাতি হয়ে যায় শত্রুসম্পত্তি
ইলা মিত্রের তেভাগা আন্দোলন যেমন করেছে অগুনিত তাজা প্রাণ হরণ
এতগুলো জীবনের দামে তবুও পাইনি এক আড়ি ফসলের ভাগ-বণ্টন
আমার স্বপ্নের লাল-সবুজের দেশে আবারও বাসা বাঁধে দৈত্য-দানব
শত্রুসম্পত্তি হয়ে যায় অর্পিত সম্পত্তি, রেকর্ডকৃত জমি হয় সরকারি-খাস
যে পৈতৃক ভূমিতে আমার প্রজন্মের পর প্রজন্মের ধারাবাহিক বসবাস
একদিকে সামাজিক বনায়নের অসামাজিক নগ্নতায় ভূমি অধিগ্রহণ
অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাবশালীর জাল-দলিল, জোরপূর্বক জবরদখল
আমি হয়ে যাই নিজ ভূমে পরবাসী নেহাতই একজন কৃষি-শ্রমিক
প্রতিদিন ঝড়-বৃষ্টি-রোদ মাথায় রেখে চলে আমার মেহনতি জীবনযাপন
তবুও স্বপ্ন দেখি রুপালি চাঁদের মায়াবী আলোয় পরিবার-পরিজন নিয়ে
দিনান্তে হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে এক মুঠো অন্নের সংস্থানই ধ্যান-জ্ঞান
প্রকৃতির সূর্য ও চন্দ্রের আলোয় যেন সারাক্ষণ দেখতে পাই প্রিয়জনের মুখ
কারণ অনেক চেয়েও পাইনি পাওয়ার (কারেন্ট) তাদের কাছে
দেশের সব বিষয়ের পাওয়ার (ক্ষমতা) আছে যাদের হাতে
নিকষ কালো অন্ধকারের গহ্বরে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে
কীটপতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মরাতেই আমার পৈশাচিক মানবিকতার ক্রন্দন
তবে ভেবো না, আমার ছাইভস্ম বৈরী হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে
নিরন্তর বিচারহীনতার করুণ আর্তনাদ নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যাবে
আমার চেতনার ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো হাজারো স্বপ্ন জন্ম নেবে
এই লাল-সবুজের দেশে বাধাহীন স্বপ্ন দেখার সেই সুদিন আসবে কবে?

লরেন্স বেসরা ১৯৭৫ সালের ৮ই মে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত নিজ গ্রামের হাজিপুর আদিবাসী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করেন যা স্থানীয় বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এবং কারিতাস দিনাজপুর আঞ্চলিক অফিস এর আওতায় "অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প" এর অধীনে পরিচালিত হতো। তিনি ১৯৮৬-৮৮ সাল পর্যন্ত বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর)-এর বোর্ডিং-এ থেকে বলদিপুকুর হাইস্কুল এ পড়াশুনা করেন এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৯১ সালে দিনাজপুর-এর সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড-এর অধীনে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে দিনাজপুর সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারিতা-স এর প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য আই সি ডি পি প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৩-২০০৫ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি • লরেন্স বেসরা

লরেন্স বেসরা

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি

লরেন্স বেসরা ১৯৭৫ সালের ৮ই মে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত নিজ গ্রামের হাজিপুর আদিবাসী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করেন যা স্থানীয় বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এবং কারিতাস দিনাজপুর আঞ্চলিক অফিস এর আওতায় "অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প" এর অধীনে পরিচালিত হতো। তিনি ১৯৮৬-৮৮ সাল পর্যন্ত বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এর বোর্ডিং-এ থেকে বলদিপুকুর হাইস্কুল এ পড়াশুনা করেন এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৯১ সালে দিনাজপুর-এর সেন্ট ফিলিপস হাইস্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড-এর অধীনে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে দিনাজপুর সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারিতা-স এর প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য আই সি ডি পি প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৩-২০০৫ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি লাভ করেন এবং Flinders University of South Australia থেকে Masters of Policy and Administration ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০১০-২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি নিয়ে Flinders University of South Australia থেকে Public Policy and Management এর উপর PhD ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্র্যাক ও সুপ্র সহ একাধিক বেসরকারি সংস্থায় দক্ষতার সাথে কাজ করেন এবং অনেক সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।বর্তমানে তিনি আমেরিকার কানেকটিকাট রাজ্য সরকারের সমাজ সেবা বিভাগে কর্মরত আছেন।

Premer Kobita Chupi Chupae Pori
by Lawrence Besra
Price : 250/- US: $ 10
ISBN : 978-984-8054-34-5

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি • লরেন্স বেসরা

লরেন্স বেসরা

প্রেমের কবিতা চুপি চুপে পড়ি